JAIJAIDIN
■ Dhaka ■ Monday ■ 27 August 2007

বেশি দিন ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকলে শিক্ষার্থীদের হতাশা বাড়বে

অনেক আশা ও স্বপ্ন নিয়ে আমাদের দেশের তরুণরা ভর্তি হয় পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে। সময় মতো একাডেমিক শিক্ষা শেষ করে সম্মানজনক একটি ক্যারিয়ার গড়ার লক্ষ্য থাকে তাদের মনে। স্বপ্ন থাকে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার। কিন্তু তাদের এ স্বপ্ন ও আশা নিরাশায় পরিণত হয় সেশন জটের কারণে। অভিশপ্ত এ সেশন জট ভেঙে দেয় তাদের তারুণ্যদীপ্ত মন। সেশন জটের কারণে স্বপ্নভঙ্গ হয় অনেকের। হতাশা ভর করে প্রাণচঞ্চল তরুণদের মনে।

ফুটবল খেলার মাঠে সংঘটিত একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ ও ভাংচুরের ঘটনায় দেশের সব কটি ইউনিভার্সিটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। কবে এসব ইউনিভার্সিটি খুলবে তা কেউ জানে না। এ ধরনের অনির্ধারিত বন্ধ ইউনিভার্সিটিগুলোতে দীর্ঘ সেশন জট তৈরি করছে। এ জটে পড়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন হচ্ছে দীর্ঘায়িত। মুখোমুখি হচ্ছে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের।

এমনিতেই দেশের প্রায় সব পাবলিক ইউনিভার্সিটিই কমবেশি সেশন জটের বোঝা নিয়ে চলছে। বর্তমানের অনির্ধারিত এ বন্ধ সেই বোঝাকে আরো ভারি করে তুলবে। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এখন দেড় বছরের সেশন জট রয়েছে। চট্টগ্রামসহ আরো অনেক ইউনিভার্সিটিতেই তার চেয়ে বেশি সেশন জট রয়েছে। সেশন জট কমানোর জন্য যেখানে নিরবচ্ছিন্ন ক্লাস ও পরীক্ষা হওয়ার কথা, সেখানে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে সেশন জট আরো বাড়ছে।

সেশন জট শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। উন্নত বিশ্বে ছাত্ররা ২০ থেকে ২২ বছরের মধ্যে পড়ালেখা শেষ করে চাকরি জীবনে প্রবেশ করে। ফলে সেসব দেশ তাদের কর্মচঞ্চল তরুণদের কাছ থেকে সর্বোচ্চটা নিতে পারছে, যেটি আমরা পারছি না। আমাদের তরুণরা যখন শিক্ষা জীবন শেষ করে তখন তার বয়স ২৭-এর ওপর চলে যায়। আমাদের তরুণরা বেশি বয়সে চাকরিতে প্রবেশ করছে সেশন জটের কারণে। বিলম্বে চাকরিতে প্রবেশ জাতীয় উন্নয়নে একটি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করছে।

সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে পাবলিক ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকলেও প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলো খোলা রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। ফলে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা তাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে নিতে পারছে, নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারছেথ- যেটি পারছে না পাবলিক ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা। এ অবস্থা প্রাইভেট ও পাবলিক ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের মধ্যে এক ধরনের বৈষম্য ও মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব তৈরি করতে পারে। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে যারা পড়ে তাদের বেশির ভাগই মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। যথাসময়ে শিক্ষা জীবন শেষ করে পরিবারের হাল ধরার চাপ থাকে তাদের ওপর। তাই শুধু প্রাইভেট নয়, পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতেও নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রতিটি পরিবারের আশা থাকে পড়ালেখা শেষ করে ছেলে নিজের পায়ে দাড়াবে এবং পরিবারের হাল ধরবে। এ আশা ভঙ্গ হয় সেশন জটের কারণে। শিক্ষা জীবন দীর্ঘায়িত হলে পরিরারের হতাশা অনেক বেড়ে যায়। এর একটি প্রভাব জাতীয় জীবনেও পড়ছে। এ হতাশা সমাজ ও জাতীয় জীবনে ক্ষোভ সৃষ্টি করে।

ছাত্রদের মনস্তাত্ত্বিক এ দিকটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুধাবন করা উচিত। ছাত্রদের হতাশার কথা অনুধাবনে ব্যর্থ হলে সাধারণ ছাত্রদের ক্ষোভ বাড়বে। আমরা আশা করবো, দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্রুত খুলে দিয়ে সেখানে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে সরকার কার্যকর ব্যবস্থা নেবে। সেশন জট দূর করে সঠিক সময়ে শিক্ষা জীবন শেষ করার নিশ্চয়তা দিতে হবে ছাত্রদের। সেই সঙ্গে সমানভাবে গুরুত্ব দিতে হবে কর্মসংস্থানের বিষটিতেও।